দ্য ডায়রি অফ আ সিইও DOAC

ব্যবসা ও জীবনের ৩৩টি সাফল্যসূত্র

বই	দ্য ডায়রি অফ আ সিইও
মূল	স্টিভেন বার্টলেট
অনুবাদক	নওশের আলী

রিডার্স পাবলিশার্স

দ্য ডায়রি অফ আ সিইও–এর প্রশংসা

আজকের কর্পোরেট দুনিয়ায় এক নতুন প্রজন্মের সিইও উঠে আসছেন। দাম্ভিক, বুক চাপড়ানো সেই সিইওরা, যাঁরা ভুল করেন না এমন ভান করেন, তাঁদের জায়গা নিচ্ছেন এমন নেতারা, যাঁরা নিজের অনুভূতি নিয়ে খোলামেলা কথা বলেন, কৌতূহলের আলোয় নেতৃত্ব দেন, আর নিজের ভেতরের মানুষটিকে প্রতিদিন একটু একটু করে আরও পরিপক্ব, আরও সচেতন করে তোলেন।

...আর নেতৃত্বের এই নবজাগরণের সম্মুখসারিতে আছেন স্টিভেন বার্টলেট। 'দ্য ডায়রি অফ আ সিইও' হলো এমন এক অপরিহার্য সঙ্গী—যে কোনো নেতার জন্য; যিনি শুধু নেতৃত্ব দিতে চান না, বরং নিজেকে জানার সাহস রাখেন এবং পরবর্তী প্রজন্মকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঠিক পথে এগিয়ে নিতে প্রস্তুত।
—সাইমন সিনেক, Start with Why এর বেস্টসেলিং লেখক

"স্টিভেনের পথচলা আমি একদম শুরু থেকেই দেখেছি। প্রথম দিন থেকেই জানতাম, ওর মধ্যে ছিল এক অপ্রতিরোধ্য, আগুনের মতো জেদ। এখন দেখি, সেই আগুন দিয়েই সে নিজের ভাগ্য গড়েছে। ওর উত্থান আমি নিজের চোখে দেখেছি, আর সত্যি বলতে, আমার বুক ভরে যায় বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম গর্বে। আমি পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলি, এই লোকটাই আসল উদ্যোক্তার প্রতিচ্ছবি।"
— গ্যারি ভেনারচাক, VaynerMedia-র সিইও ও বেস্টসেলিং লেখক

"স্টিভেন বার্টলেট এমন সব প্রতিকূলতাকে জয় করেছেন, যেগুলো অনেকের চোখে একেবারে অসম্ভব মনে হতো। সেই পথ পেরিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন একাধিক সফল উদ্যোগের কর্ণধার, এক মেগা-সফল সিরিয়াল উদ্যোক্তা। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে তিনি শিখেছেন কিছু অমূল্য পাঠ—যা শেখায়, সত্যিকারের নেতৃত্বে পৌঁছাতে হলে কখনো কখনো প্রচলিত নিয়ম ভেঙে, একেবারে ভিন্ন ও সাহসী পথে হাঁটতে হয়।

নিজের অভিজ্ঞতা তিনি রূপ দিয়েছেন বাস্তবমুখী ও কার্যকর কিছু 'সূত্রে', যা এই নির্মম প্রতিযোগিতাময় পৃথিবীতে আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে এবং সেইসঙ্গে পথ দেখাবে।"
— রবার্ট গ্রিন, Mastery বইয়ের বেস্টসেলিং লেখক

“সাম্প্রতিক গবেষণা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, আর মনমুগ্ধকর গল্পগুলো একসঙ্গে গেঁথে, বার্টলেট পাঠকদের এমন এক পথে নিয়ে যান, যেখানে সাফল্যের সংজ্ঞা নতুন করে রচিত হয়, আর নিজেদের ভেতরের সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া যায়। এই বইটি অবশ্যপাঠ্য, বিশেষ করে তাঁদের জন্য, যাঁরা সাহসী কিছু করতে স্বপ্ন দেখেন।”
— জে শেঠি, On Purpose-এর পুরস্কারপ্রাপ্ত উপস্থাপক এবং বেস্টসেলিং লেখক

“এই বই একদিকে বিস্ময়কর, অন্যদিকে বাস্তবতাভিত্তিক। বার্টলেটের পরামর্শগুলো এমন এক শক্তি দেয়, যা আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্নগুলোকে বাস্তব রূপ দেওয়ার শক্তি জোগাবে।”
— মেরি ফর্লিও, Everything Is Figureoutable বইয়ের বেস্টসেলিং লেখক

“‘কখনোই সরাসরি দ্বিমত পোষণ করবেন না’ থেকে শুরু করে ‘কারো বিশ্বাসকে আঘাত না করে, বরং নতুন বিশ্বাসের অনুপ্রেরণা দিন’, এই বইটিতে এমন সব বিস্ময়কর প্রজ্ঞা রয়েছে, যা ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে আপনাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আমি আন্তরিকভাবে এই বইটি পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি।”
— স্কট গ্যালোওয়ে, মার্কেটিং-এর অধ্যাপক, এনওয়াইইউ স্টার্ন স্কুল অফ বিজনেস ও Adrift বইয়ের বেস্টসেলিং লেখক

"এখন সময় এসেছে এমন একজন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে সাফল্যের গল্প পড়ার, যিনি নিজে সেই পথ পেরিয়ে এসেছেন অনন্য এক কৌশলে। এই বইটি বুদ্ধিদীপ্ত, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন এবং একেবারে বাস্তবভিত্তিক। স্টিভেনের কাজ থেকে আমি কতটা শিখেছি, সেটা ভেবে আমি সত্যিই বিনীত হয়ে গেছি।”
— মো গাওডাট, বেস্টসেলিং লেখক ও OneBillionHappy-এর প্রতিষ্ঠাতা

সূচিপত্র

ভূমিকা: আমি কে, যে এই বইটি লিখতে এসেছি? ০৮

স্তম্ভ ১: আত্ম-সচেতনতা

১. আপনার পাঁচটি বালতিকে সঠিক ক্রমে পূর্ণ করুন। ১৩
২. দক্ষ হতে চাইলে, শেখানোর দায়িত্ব নিন। ২২
৩. আপনি কখনোই দ্বিমত পোষণ করবেন না। ২৯
৪. আপনি কী বিশ্বাস করবেন, তা আপনি নিজে ঠিক করতে পারেন না ৩৫
৫. অস্বাভাবিক আচরণের দিকে আপনাকে ঝুঁকতে হবে। ৪৬
৬. বলার পরিবর্তে জিজ্ঞেস করুন – প্রশ্ন ও আচরণের প্রভাব। ৫৬
৭. নিজের জীবনের গল্পে কখনো আপস করবেন না ৬২
৮. খারাপ অভ্যাসের সঙ্গে কখনোই লড়াই করবেন না। ৭২
৯. আপনার প্রথম ভিত্তিকে সবসময় অগ্রাধিকার দিন। ৮১

স্তম্ভ ২: গল্প

১০. নিরর্থক উদ্ভটতাই আপনাকে বেশি সংজ্ঞায়িত করবে, কার্যকর বাস্তবতার চেয়েও। ৮৪
১১. যেকোনো মূল্যেই 'ওয়ালপেপার' হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। ৯০
১২. মানুষকে অস্বস্তিতে ফেলতে আপনার সাহস থাকতে হবে। ১০৭
১৩. মানসিক কৌশল দিয়েই শুরু হোক জয়যাত্রা। ১১১
১৪. কষ্ট কিছুটা থাকলেই মানুষ মূল্য বোঝে। ১২৪
১৫. ছবির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ফ্রেম! ১২৮
১৬. গোল্ডিলক্স কৌশলকে আপনার পক্ষে কাজে লাগান। ১৩৩
১৭. সুযোগ দিন ছোঁয়ার ও অনুভবের—তারা নিজেই কিনবে। ১৩৮
১৮. প্রথম পাঁচ সেকেন্ডের জন্য লড়াই করুন! ১৪৩

স্তম্ভ ৩: দর্শন

১৯. ছোট বিষয়গুলোতেই আপনাকে ঘাম ঝরাতে হবে। ১৫২

২০. এখনকার একটুখানি ভুল, ভবিষ্যতে বড়ো ক্ষতির রূপ নিতে পারে ১৬৭

২১. প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে আপনাকেই বেশি ব্যর্থ হতে হবে। ১৭১

২২. আপনাকে অবশ্যই 'প্ল্যান-এ' চিন্তাধারার মানুষ হতে হবে। ১৮১

২৩. উটপাখির মতো মাথা গোঁজে থাকবেন না! ১৮৮

২৪. চাপকে আপনার শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগে পরিণত করতে হবে। ১৯৫

২৫. নেতিবাচক ভাবনার শক্তি। ২০৫

২৬. আপনার দক্ষতাগুলো মূল্যহীন, কিন্তু আপনার প্রেক্ষাপট অমূল্য ২১৮

২৭. শৃঙ্খলার সমীকরণ: মৃত্যু, সময় এবং শৃঙ্খলা! ২২৮

স্তম্ভ ৪: দল

২৮. কীভাবে নয়, কাকে? ২৪০

২৯. এক ধরনের "কাল্ট মানসিকতা" গড়ে তুলুন। ২৪৫

৩০. চমৎকার টিম গঠনের তিনটি অপরিহার্য মানদণ্ড। ২৫৪

৩১. অগ্রগতির শক্তিকে কাজে লাগান। ২৬২

৩২. আপনাকে হতে হবে এক অসঙ্গতিপূর্ণ নেতা। ২৭২

৩৩. শেখা কখনোই শেষ হয় না। ২৮০

ভূমিকা: আমি কে, যে এই বইটি লিখতে এসেছি?

আমি এমন চারটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, যেখানে আমি সিইও, প্রতিষ্ঠাতা, সহ-প্রতিষ্ঠাতা অথবা বোর্ড মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্মিলিত বাজারমূল্য এক সময় বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছিল।

বর্তমানে আমি তিনটি উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা—

- Flight Story, একটি উদ্ভাবনী মার্কেটিং এজেন্সি
- thirdweb, একটি সফটওয়্যার কোম্পানি
- এবং Flight Fund, একটি বিনিয়োগ তহবিল

আমার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলো আজ পৃথিবীর নানা প্রান্তে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। এই উদ্যোগগুলো এগিয়ে নিতে এখন পর্যন্ত আমি ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ সংগ্রহ করেছি। পাশাপাশি, আমি ৪০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেছি এবং চারটি কোম্পানির বোর্ড মেম্বার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি—যার মধ্যে দুটি বর্তমানে তাদের নিজ নিজ শিল্পখাতে শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে রয়েছে। সবচেয়ে মজার বিষয়? এত কিছুর পরও, আমার বয়স এখনো মাত্র ৩০।

দুটি সফল মার্কেটিং কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে, আমার পেশাগত জীবনের বড় একটা সময় কেটেছে বোর্ডরুমে, যেখানে আমি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোর সিইও, সিএমও এবং নেতৃত্বস্থানীয়দের সঙ্গে কাজ করেছি এবং পরামর্শ দিয়েছি। আমি তাদের শেখাই কীভাবে আরও কার্যকরভাবে ব্র্যান্ডিং করতে হয়, কীভাবে ডিজিটাল যুগে নিজের গল্প মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হয়। Uber, Apple, Coca-Cola, Nike, Amazon, TikTok, Logitech—এই সব গ্লোবাল ব্র্যান্ড একসময় আমার ক্লায়েন্ট ছিল।

তার পাশাপাশি, গত চার বছর ধরে আমি সাক্ষাৎকার নিয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রের সবচেয়ে সফল ব্যক্তিদের—ব্যবসা, খেলাধুলা, বিনোদন এবং শিক্ষা জগত থেকে। আমি তাদের কাছ থেকে শিখেছি, আর সেই জ্ঞান আমি ছড়িয়ে দিই। আমার সংগ্রহে রয়েছে ৭০০ ঘণ্টারও বেশি রেকর্ডিং, যেখানে আমি কথা বলেছি আপনার প্রিয় লেখক,

অভিনেতা, বিশ্ববিখ্যাত নিউরোসায়েন্টিস্ট, সিএমও, আপনার পছন্দের দলের অধিনায়ক ও কোচ, এমনকি আপনি প্রতিদিন যেসব বিলিয়ন-ডলারের কোম্পানির পণ্য ব্যবহার করেন, তাদের সিইওদের সঙ্গে।

এই গভীর ও অন্তরঙ্গ কথোপকথনগুলো আমি শেয়ার করেছি আমার পডকাস্ট The Diary of a CEO-এর মাধ্যমে, যেটি অল্প সময়ের মধ্যেই ইউরোপের সর্বাধিক ডাউনলোড হওয়া পডকাস্টে পরিণত হয়েছে। আজ এটি যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষস্থানীয় বিজনেস পডকাস্টগুলোর একটি। সম্ভবত এটি বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল পডকাস্ট, যার শ্রোতা মাত্র এক বছরের মধ্যে বেড়েছে ৮২৫ শতাংশ।

আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি, কারণ জীবনে এমন কিছু অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পেরেছি, যেগুলো সাধারণত অল্প কিছু মানুষই পান। কয়েক বছর আগে আমি উপলব্ধি করি, এই অভিজ্ঞতাগুলো আমাকে এমন এক জ্ঞানে পৌঁছে দিয়েছে, যা গভীর, কার্যকর এবং বিরল। আমি আরও খেয়াল করেছি, সাফল্য ও ব্যর্থতা—যা আমি নিজের জীবনে এবং শত শত সাক্ষাৎকারে প্রত্যক্ষ করেছি—তাদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কিছু চিরন্তন নীতি। এই নীতিগুলো সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, শিল্প বা পেশা যাই হোক না কেন, প্রযোজ্য সবার জন্য। বিশেষ করে তাঁদের জন্য, যাঁরা কিছু অসাধারণ গড়তে চান কিংবা নিজেকে পরিণত করতে চান নিজের শ্রেষ্ঠ রূপে। এই বইটি কোনো দ্রুতলভ্য ব্যবসায়িক কৌশলের সংকলন নয়, কারণ কৌশল সময়ের সঙ্গে বদলায়। বরং এই বইটি বলছে এমন কিছু চিরস্থায়ী নীতির কথা, যা অসাধারণ কিছু গড়ার ভিত গড়ে দেয়।

এই নীতিগুলো আপনার পেশা যাই হোক না কেন, আপনার জন্য প্রযোজ্য।
এগুলো আজ যেমন কার্যকর, একশ বছর পরেও তেমনই প্রাসঙ্গিক থাকবে।

এই নীতিগুলোর শিকড় গাঁথা রয়েছে মনোবিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং শতাব্দীজুড়ে চালানো গবেষণায়। আর এগুলোর কার্যকারিতা যাচাই করতে আমি বিশ্বজুড়ে হাজারো মানুষকে জরিপ করেছি—বিভিন্ন বয়স, পেশা ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে।

এই বই দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটি সহজ, কিন্তু গভীর বিশ্বাসের উপর:

১. আমি বিশ্বাস করি, অধিকাংশ বই প্রয়োজনের চেয়েও বেশি দীর্ঘ হয়।

২. অধিকাংশ বই প্রয়োজনের চেয়ে জটিল হয়।

৩. একটা ছবি হাজারটা শব্দের সমান কথা বলে।

৪. গল্পের শক্তি আরও গভীর, তবে ছবি ও গল্প—দু'টিই অপরিহার্য।

৫. সত্য সবসময় হয়তো মাঝখানে কোথাও লুকিয়ে থাকে, আর আমি সেই সূক্ষ্মতাকে শ্রদ্ধা করি।

সংক্ষেপে, এটি এমন একটি বই—যা আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত উক্তিকে ধারণ করে:

"সবকিছু যতটা সম্ভব সহজ হওয়া উচিত, তবে অতিরিক্ত সহজ নয়।"

আমার কাছে এর মানে, প্রতিটি নীতির অন্তর্নিহিত সত্য ও উপলব্ধিকে এমনভাবে উপস্থাপন করা—যতটুকু শব্দে তা বলা প্রয়োজন, না তার কম, না তার বেশি। এই কথাগুলোর প্রাণ দিতে, এই বই ব্যবহার করবে জীবনের স্পর্শকাতর কিছু মুহূর্ত, বাস্তব অভিজ্ঞতা, আর এমন সব গল্প, যা হৃদয় ছুঁয়ে যাবে এবং হৃদয়ে গেঁথে থাকবে।

মহত্ত্বের চারটি স্তম্ভ

নিজেকে মহান করে তোলা কিংবা মহৎ কিছু গড়ে তোলার জন্য, চারটি স্তম্ভে দক্ষতা অর্জন আবশ্যক। আমি এই চারটি স্তম্ভকে বলি—'মহত্ত্বের চার স্তম্ভ'।

স্তম্ভ ১: আত্ম-সচেতনতা

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি একবার বলেছিলেন—

"নিজেকে জয় করার চেয়ে ছোট বা বড় কোনো বিজয় নেই। আপনি কখনোই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণের চেয়ে বেশি কিছুতে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবেন না। আপনার সফলতার উচ্চতা নির্ধারিত হয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের গভীরতায়, আর আপনার ব্যর্থতার গভীরতা নির্ধারিত হয় আত্ম-পরিত্যাগের মাত্রায়। যে নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না, তিনি অন্যের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাও করতে পারবেন না।"

এই স্তম্ভটি শুধুই আপনার জন্য। আপনার আত্ম-জ্ঞান, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, আত্ম-পরিচর্যা, আত্ম-চরিত্র, আত্ম-মর্যাদা এবং নিজের সম্পর্কে আপনার ভেতরের গল্প—সবকিছুই

এখানে মুখ্য। নিজেকে আপনি যেভাবে বোঝেন, পরিচালনা করেন, যত্ন নেন, সেই আত্ম-আপনিই একমাত্র জিনিস, যার ওপর আপনি সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন। আর নিজেকে জয় করা সহজ নয়, তবুও সেটিই আসলে নিজের পুরো পৃথিবীকে জয় করার নামান্তর।

স্তম্ভ ২: গল্প

আপনার পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়াবে, তারা সবাই মানুষ। বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান আর ইতিহাস—সবই দেখিয়েছে, মানুষের মন জেতার ক্ষেত্রে কোনো গ্রাফ, উপাত্ত বা তথ্যই একটি অসাধারণ গল্পের চেয়ে বেশি প্রভাবশালী হতে পারে না।

গল্প এমন একটি শক্তি, যা একজন নেতার সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এটাই মানবতার সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষা। যারা আবেগময়, অনুপ্রেরণাদায়ক, মনকাড়া গল্প বলতে জানে, তারাই আসলে দুনিয়াকে প্রভাবিত করে।

এই স্তম্ভটি শেখায়—কীভাবে গল্প বলার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের মন জয় করতে হয়। যারা হয়তো এই মুহূর্তে আপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি চাইবেন তারা আপনাকে অনুসরণ করুক, আপনার কাছ থেকে কিছু কিনুক, আপনার কথা বিশ্বাস করুক, আপনাকে ভরসা করুক, আপনার কোনো কাজ বা আহ্বানে সাড়া দিক, আপনার কথা মন দিয়ে শুনুক এবং শেষ পর্যন্ত আপনাকে সত্যিকার অর্থে বুঝে উঠুক।

স্তম্ভ ৩: দর্শন

ব্যবসা, খেলাধুলা কিংবা শিক্ষাক্ষেত্র—যেখানেই হোক না কেন, একজন মানুষের ব্যক্তিগত দর্শনই তার আচরণের সবচেয়ে বড় পূর্বাভাস। আপনি যদি কারও বিশ্বাস, মানস অথবা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানেন, তাহলে আপনি নিখুঁতভাবে অনুমান করতে পারবেন যে সে ব্যক্তি যেকোনো পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করবে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে।

এই স্তম্ভটি এমনসব ব্যক্তিগত ও পেশাগত দর্শন নিয়ে, যেগুলো অনুসরণ করে সত্যিকার অর্থে মহান মানুষরা জীবন গড়ে তোলেন। তাঁরা যে মূল্যবোধ ও চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে নিজেদের নির্মাণ করেন, সেগুলোরই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁদের প্রতিদিনকার আচরণে, আর ঠিক সেই ধারাবাহিকতা শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায় তাদের সাফল্য ও উৎকর্ষতার শিখরে।

নিজস্ব দর্শন বলতে বোঝায় সেই বিশ্বাস, মূল্যবোধ বা নীতিগুলোকে, যেগুলো আপনার প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং আচরণের ভিত নির্মাণ করে। এগুলোই হলো সেই গভীর ভিত্তি, যা আপনার কাজ, প্রতিক্রিয়া এবং চিন্তার গভীরে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলে।

স্তম্ভ ৪: দল

'কোম্পানি' শব্দের সংজ্ঞাই হলো—একটি মানুষের দল। সারবস্তুতে, প্রতিটি কোম্পানি, প্রকল্প কিংবা প্রতিষ্ঠান আসলে কিছু মানুষের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই দলের সদস্যদের মানসিকতা থেকেই জন্ম নেয় প্রতিটি ফলাফল, তা ভালো হোক বা খারাপ। আপনার কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের নিয়ামক হলো—আপনি কার সঙ্গে কাজ করছেন, সেই নির্বাচন।

আমি কখনো কাউকে দেখিনি, যিনি অসাধারণ কোনো কোম্পানি, প্রকল্প বা সংগঠন গড়ে তুলেছেন একা; আবার, এমন কাউকেও দেখিনি, যিনি ব্যক্তিগত সাফল্যের শিখরে পৌঁছেছেন একটি দলের সমর্থন ছাড়া।

এই স্তম্ভটি সেই বিষয়টি নিয়ে—কীভাবে আপনি আপনার দলকে গড়ে তুলবেন এবং তাদের থেকে সর্বোচ্চটুকু বের করে আনবেন। শুধু কিছু মানুষকে এক জায়গায় জড় করলেই দল তৈরি হয় না। একটি দলকে সত্যিকারের অসাধারণ করে তুলতে হলে দরকার সঠিক মানুষ, আর সেই মানুষগুলোকে একতাবদ্ধ করতে হয় একটি গভীর, অর্থবহ সংস্কৃতির বন্ধনে।

যখন আপনার পাশে থাকে দুর্দান্ত কিছু মানুষ, আর তাদের মধ্যে থাকে একে অপরকে বোঝার আর বিশ্বাস করার সেতুবন্ধন, তখন সেই দলটি হয়ে ওঠে তার প্রতিটি সদস্যের যোগফলের চেয়েও অনেক বড় কিছু। ঠিক তখনই ১ + ১ = ৩ হয়ে যায়। আর সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় সত্যিকারের অসাধারণ কিছু।

স্তম্ভ ১ আত্ম-সচেতনতা

সূত্র ১: আপনার পাঁচটি বালতিকে সঠিক ক্রমে পূর্ণ করুন।

এই সূত্রটি ব্যাখ্যা করে—আপনার মানবিক সম্ভাবনাকে নির্ধারণ করে এমন পাঁচটি 'বালতি' ঠিক কী কী, কীভাবে আপনি সেগুলো পূর্ণ করবেন, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, কোন ধারাবাহিকতায় সেগুলো পূরণ করা উচিত।

আমার বন্ধু ডেভিড এক সকালে তার বাড়ির সামনের বাগানে বসে এসপ্রেসো কফি উপভোগ করছিল। হঠাৎ করেই, ঘামে ভেজা পুরনো জিমের পোশাক পরা এক ব্যক্তি, ঘর্মাক্ত আর বিভ্রান্ত মুখে, ধীরে ধীরে দৌড়ে তার দিকে এগিয়ে আসে। লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে নিঃশ্বাস ঠিক করার চেষ্টা করে, একটা অস্পষ্ট রসিকতা করে, তারপর নিজেই হেসে ওঠে। এরপর এলোমেলোভাবে বলতে শুরু করে, সে নাকি একটা স্পেসশিপ বানাচ্ছে, বানরের মস্তিষ্কে মাইক্রোচিপ বসাবে, আর তৈরি করছে এআই-চালিত গৃহ-রোবট!

কিছুক্ষণ পর, সেই লোকটা বিদায় জানিয়ে আবার ধীরে ধীরে দৌঁড়াতে শুরু করে।
এই ঘর্মাক্ত, অদ্ভুত লোকটি আর কেউ নয়—ইলন মাস্ক।
Tesla, SpaceX, Neuralink, OpenAI, PayPal, Zip2 এবং The Boring Company-এর প্রতিষ্ঠাতা, এবং বিলিয়ন ডলারের মালিক।

আমি যদি শুরুতেই তার নাম না বলতাম, আপনি হয়তো ভাবতেন, এই লোকটা হয়তো কোনো মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে পালিয়েছে, কিংবা জীবনের কোনো বড় ভাঙনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যখন আপনি জানলেন এই ব্যক্তির নাম ইলন মাস্ক, তখনই তার সব অবিশ্বাস্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা হঠাৎ করে বাস্তব বলে মনে হতে লাগল।

এমনকি এতটাই বিশ্বাসযোগ্য যে,
যখন ইলন তার স্বপ্নের কথা বলে—
মানুষ তাকে অন্ধভাবে অর্থ দেয়, তাদের চাকরি ছেড়ে দেয়,
নতুন শহরে চলে যায়, এমনকি তৈরি না হওয়া পণ্য পর্যন্ত অগ্রিম অর্ডার করে দেয়।

কেন?

কারণ, ইলন মাস্ক তার **পাঁচটি বালতি পূর্ন করে ফেলেছেন।**
আমি যেসব মানুষকে কাছ থেকে দেখেছি, যারা সত্যিকার অর্থে পৃথিবী বদলানোর ক্ষমতা রাখে, তাদের সবারই এই পাঁচটি বালতি পূর্ণ থাকে কানায় কানায়। এই পাঁচটি বালতির সম্মিলিত অবস্থাই আপনার পেশাগত সম্ভাবনার মানদণ্ড। এই বালতিগুলো যত বেশি পূর্ণ হবে, আপনার স্বপ্ন তত বড় হবে, তত বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হবে, এবং ততটাই বাস্তবসম্মত লাগবে—আপনার নিজের কাছেও, অন্যের চোখেও।

যারা জীবনে বড় কিছু অর্জন করেছেন, তারা বছরের পর বছর ধরে এই পাঁচটি বালতিকে পূর্ণ করার জন্য কাজ করেছেন। অনেকে আবার একটানা দশকের পর দশক এই কাজেই নিয়োজিত থেকেছেন। আর যে ব্যক্তি তার পাঁচটি বালতিই পূর্ণ করতে পেরেছে, সে ইতিমধ্যেই নিজেকে তৈরি করে ফেলেছে পৃথিবীকে বদলে দেওয়ার জন্য।
তাই, আপনি যখন—

- নতুন কোনো চাকরি খুঁজছেন,
- পরবর্তী কোন বইটি পড়বেন তা বাছাই করছেন,
- অথবা কোনো স্বপ্ন অনুসরণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন—

আপনার উচিত সচেতনভাবে ভাবা—আপনার পাঁচটি বালতি ঠিক কতটুকু পূর্ণ?

পাঁচটি বালতি

১. আপনি কী জানেন (আপনার জ্ঞান)
২. আপনি কী করতে পারেন (আপনার দক্ষতা)
৩. আপনি কাকে চেনেন (আপনার সংযোগ বা নেটওয়ার্ক)
৪. আপনার কী আছে (আপনার সম্পদ ও উপকরণ)
৫. মানুষ আপনার সম্পর্কে কী ভাবে (আপনার সম্মান ও ভাবমূর্তি)

আমার কর্মজীবনের শুরুতে, মাত্র ১৮ বছর বয়সে যখন আমি একটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠা করি, তখন একটি নৈতিক প্রশ্ন আমাকে গভীরভাবে তাড়িয়ে বেড়াত। সেই প্রশ্নটা ছিল এমন, যেটা কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

আমি যে কোম্পানিটি গড়ে তুলছিলাম, এবং যেটা শেষ পর্যন্ত আমাকে সমৃদ্ধ করবে, সেখানে সময় ও শক্তি বিনিয়োগ করাটাই কি আসলে আরও মহৎ কিছু ছিল?

না কি বরং আফ্রিকায়, যেখানে আমার জন্ম, ফিরে গিয়ে সেই সময় ও শক্তি দিয়ে অন্তত একটি জীবন রক্ষা করাই ছিল প্রকৃত অর্থে আরও মহান কাজ?

এই প্রশ্নটি কয়েক বছর ধরে আমার ভাবনার কেন্দ্রে ছিল। এটা ঘুরপাক খেত আমার মনজুড়ে, যতদিন না নিউইয়র্কে ঘটে যাওয়া এক আকস্মিক সাক্ষাৎ আমাকে কিছু প্রয়োজনীয় স্পষ্টতা এনে দেয়।

আমি একটি আয়োজনে অংশ নিই, যার আয়োজক ছিলেন রাধানাথ স্বামী। তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত গুরু, সন্ন্যাসী এবং আধ্যাত্মিক নেতা। নিউইয়র্কেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই বিশেষ আয়োজন। তার সেই আয়োজনে আমি গিয়েছিলাম এবং বসেছিলাম শ্রোতাদের মাঝে। সেই ঘর ছিল মানুষে পূর্ণ, যাদের চোখে ঝিলিক ছিল অপার মনোযোগের, মুখে ছিল এক প্রশান্ত নীরবতা। আর তাদের মন যেন প্রতিটি শব্দে থেমে ছিল, গভীরে গেঁথে শোনার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

পুরো ঘর নিঃশব্দ। মানুষ যেন নিঃশ্বাস আটকে শুনছে তার প্রতিটি বাক্য—একটি কথাও যেন হারিয়ে না যায়, এমন ভঙ্গিতে শুষে নিচ্ছে তার প্রতিটি উপদেশ।

হঠাৎ, স্বামীজি প্রশ্ন ছুড়ে দেন—
“এই ভিড়ের মধ্যে কেউ কি কোনো প্রশ্ন করতে চায়?”
আমি হাত তুললাম।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে অনুমতি দিলেন।
আমি দাঁড়িয়ে বললাম,

“একটা ব্যবসা গড়ে তুলে নিজেকে ধনী করে তোলা কি সত্যিই মহৎ কিছু?

না কি আফ্রিকায় ফিরে গিয়ে, যেখানে আমি জন্মেছি,
সেখানে আমার সময় আর শক্তি ব্যয় করে যদি অন্তত একটি জীবন বাঁচানো যায়,

সেটাই কি নয় সবচেয়ে মহান কাজ?"
স্বামীজি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন তাঁর দৃষ্টি আমার আত্মার গভীরতম প্রান্ত ছুঁয়ে গেল।

এক দীর্ঘ, স্থির দৃষ্টি ছিল সেটা।
চোখ না সরিয়েই তিনি শুধু বললেন,
"শূন্য বালতি থেকে তুমি কিছু ঢালতে পারবে না।"
সেই মুহূর্তের পর থেকে প্রায় এক দশক কেটে গেছে।
আজ আমি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে স্পষ্টভাবে বুঝি,
তিনি আসলে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন—

"তোমার নিজের বালতিগুলো পূর্ণ করো।
কারণ যে মানুষ নিজের সব বালতি পূর্ণ করে ফেলেছে,
সে চাইলে দুনিয়াকে যেকোনো দিকেই বাঁকিয়ে দিতে পারে।"

আজ আমি গড়ে তুলেছি বহু বড় কোম্পানি। বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কাজ করেছি এবং মাল্টিমিলিয়ন ডলারের সম্পদের মালিক হয়েছি। আমি নেতৃত্ব দিয়েছি হাজার হাজার মানুষকে, পড়েছি শত শত বই, আর পৃথিবীর সবচেয়ে সফল মানুষদের সঙ্গে কাটিয়েছি ৭০০ ঘণ্টারও বেশি সময়—সাক্ষাৎকারে, কথোপকথনে, গভীর উপলব্ধির ভেতর দিয়ে।

আজ আমার বালতিগুলো যথেষ্ট পূর্ণ।
এখন আমি জানি—
আমার জ্ঞান আছে,
দক্ষতা আছে,
সম্পর্কের শক্তি আছে,
সম্পদ আছে,
আর সেই ভাবমূর্তিও আছে—

যার সাহায্যে আমি চাইলে লক্ষ লক্ষ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি।
এখন আমার জীবনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছে একটি বিষয়—মানবকল্যাণে আমার সময় ব্যয় করা। আমি দান করি,

প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে সহযোগিতা করি, গঠনমূলক এবং সচেতনতা-জাগানিয়া মিডিয়া নির্মাণে কাজ করি। পাশাপাশি, আমি এমন একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি, যা সত্যিকার অর্থে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে। এই পাঁচটি 'বালতি' একে অন্যের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। একটি পূর্ণ হতে শুরু করলেই, সেই পূর্ণতার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে অন্যগুলোর দিকেও। আর সাধারণত এগুলো পূর্ণ হয় একে একে—তালিকায় যেমনভাবে রয়েছে, ঠিক তেমনভাবেই বাম দিক থেকে ডান দিকে।

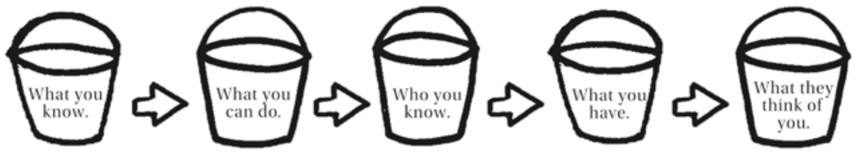

আমরা সাধারণত আমাদের পেশাগত জীবনের সূচনা করি জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে—স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়... এই জ্ঞান যখন বাস্তবে প্রয়োগ করি, তখনই তা দক্ষতায় রূপ নেয়।

যখন আপনার কাছে জ্ঞান ও দক্ষতা থাকে, তখন আপনি অন্যদের জন্য মূল্যবান হয়ে ওঠেন, আর সেই সুবাদে আপনার নেটওয়ার্ক—মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের বলয়—বিস্তৃত হতে থাকে।

ফলে, যখন আপনার থাকে জ্ঞান, দক্ষতা এবং একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক, তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনার উপকরণ ও সম্পদের (resources) জোগানও বেড়ে যায়।

আর একবার যদি আপনার জ্ঞান, দক্ষতা, নেটওয়ার্ক ও সম্পদ থাকে—তাহলে আপনার চারপাশের বিশ্ব আপনার ভাবমূর্তিকেও (reputation) স্বীকৃতি দিতে শুরু করে।

এই পাঁচটি বালতি এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনায় রেখে যদি আমরা দেখি, তাহলে সহজেই বোঝা যায় যে প্রথম বালতিতে, অর্থাৎ জ্ঞান অর্জনে বিনিয়োগ করাটাই সবচেয়ে লাভজনক সিদ্ধান্ত। কারণ, এই জ্ঞান যখন বাস্তবজগতে প্রয়োগ করা হয়, অর্থাৎ দক্ষতায় রূপ নেয়, তখন সেটি পরবর্তী বালতিগুলোকে একে একে পূর্ণ করতে শুরু করে। আপনি যদি এই সত্যটিকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন—একটি চাকরি, যা হয়তো কিছুটা বেশি অর্থ দেয়, কিন্তু যেখানে নতুন কোনো জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জনের সুযোগ নেই, আসলে সেটিই আপনাকে কম পারিশ্রমিক দিচ্ছে।

এই যুক্তির ওপর কার্যকরী সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের যে শক্তি সবচেয়ে বেশি বাধা দেয়, সেটার নাম—অহং।

অহংকারের এক আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে, যা আমাদের বলে—
“প্রথম দুই বালতি? ওসব পরে দেখা যাবে!
সরাসরি চতুর্থ বালতিতে (টাকা) লাফ দাও,
কিংবা পঞ্চমটিতে (পদবী, সম্মান, প্রভাব) গিয়ে দাঁড়াও।”

আমরা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ি এমনসব দায়িত্বের দিকে, যেখানে বাহারি টাইটেল আছে, খ্যাতির আলো ঝলমল করছে, কিন্তু ভিতটা একেবারে ফাঁপা। এই শূন্য ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে যদি কেউ ক্যারিয়ার গড়তে চায়, তাহলে তা বালির ওপর রাজপ্রাসাদ বানানোর মতো—দেখতে হয়তো সুন্দর লাগে, কিন্তু প্রথম ধাক্কাতেই সব কিছু ভেঙে পড়ে।

এই শর্টকাটের ফলাফল একসময় এসে ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে যায়।
তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

আপনি যদি নিজেকে সত্যিকার অর্থে দীর্ঘমেয়াদে গড়ে তুলতে চান,
তাহলে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে,
এবং প্রথম দুটি বালতিতে—জ্ঞান ও দক্ষতায়—সচেতনভাবে বিনিয়োগ করতে হবে, সাময়িক আনন্দ কিংবা লোকদেখানো পরিচয়ের চেয়ে এগুলোকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২০১৭ সালে, রিচার্ড নামে এক অসাধারণ মেধাবী ২১ বছর বয়সী কর্মী আমার অফিসে এসে জানায়—সে আমার কোম্পানি ছাড়তে চায়। সে একটি নতুন মার্কেটিং কোম্পানির সিইও পদে নিয়োগ পেয়েছে, পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। প্রচুর বেতন (আমরা যা দিতাম তার প্রায় দ্বিগুণ), একটি ইকুইটি প্যাকেজ, আর নিউ ইয়র্ক সিটিতে থাকার সুযোগ—যা তার ছোট্ট, নিরানন্দ গ্রাম থেকে অনেক দূরের স্বপ্ন।

খুব খোলাখুলিই বলি, আমি ওর কথা বিশ্বাস করতে পারিনি।
আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন ছিল যে, কোনো বৈধ প্রতিষ্ঠান একজন জুনিয়র কর্মীকে—যার কোনো ম্যানেজমেন্ট অভিজ্ঞতাই নেই—তাকে কীভাবে সিইওর মতো দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ দিতে পারে?

তবুও, আমি ওর সিদ্ধান্তকে সম্মান করেছি, তাকে সমর্থন দিয়েছি, এবং কোম্পানি ছাড়ার পুরো প্রক্রিয়ায় সাহায্য করেছি।
শেষমেশ দেখা গেল, আমি ভুল করেছিলাম—রিচার্ড সত্যিই সত্য বলেছিল।

সে যে চাকরির প্রস্তাবের কথা বলেছিল, তা সত্যি ছিল। এক মাসের মধ্যেই সে সেই কোম্পানির সিইও হিসেবে দায়িত্ব নেয়, নিউইয়র্কে চলে যায়, এবং শুরু করে তার নতুন জীবন—একজন সি-সুইট এক্সিকিউটিভ হিসেবে, দ্য বিগ অ্যাপল-এ। সে এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে বিশেরও বেশি সদস্যের একটি দলকে, একটি দ্রুত-বর্ধনশীল মার্কেটিং স্টার্টআপে।
কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, গল্পটি এখানেই শেষ হয়নি।

জীবন শেষ পর্যন্ত আমাদের দুজনকেই এক কঠিন সত্য শিখিয়ে দেয়—জ্ঞান আর দক্ষতা, এই দুইটি বালতি এড়িয়ে গেলে দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা যায় না। আপনি যদি জোর করে সামনে এগিয়ে যান, কিন্তু ভিতরটা ফাঁপা থাকে, তাহলে সেটা একসময় ধসে পড়েই।

মাত্র ১৮ মাসের মধ্যেই রিচার্ড যে কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিল, সেই একসময়ের সম্ভাবনাময় প্রতিষ্ঠানটি ধসে পড়ে। মূল কর্মীরা একে একে চলে যায়, অর্থ শেষ হয়ে যায়, আর ম্যানেজমেন্ট নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে। সবকিছু হারিয়ে রিচার্ড ফিরে আসে—চাকরিহীন অবস্থায়, পরিবার থেকে আলাদা, এবং একসময় যে ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা তাকে নিয়োগ দিয়েছিলাম, ঠিক সেই জায়গায় আরও নিচু পদের জন্য চাকরি খুঁজতে বাধ্য হয়।

তাই যখন আপনি জীবনের কোনো পথ বেছে নিচ্ছেন, অথবা কোনো চাকরি নির্বাচন করছেন, কিংবা ভাবছেন আপনার অবসর সময় কোথায় বিনিয়োগ করবেন, তখন একটি কথা মনে রাখবেন। জ্ঞান, যখন তা প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতায় রূপ নেয়, তখন সেটাই হয়ে ওঠে প্রকৃত শক্তি।

তাই অগ্রাধিকার দিন প্রথম দুটি বালতি পূরণে—জ্ঞান ও দক্ষতা। তাহলেই আপনি এমন ভিত গড়ে তুলবেন, যা টিকে থাকবে যেকোনো পরিবর্তনের মুখে—জীবনের ভূমিকম্প এলেও, আপনি টিকে থাকবেন।
আমি 'পেশাগত ভূমিকম্প' বলতে এমন এক অপ্রত্যাশিত ক্যারিয়ার ঘটনাকে বুঝি, যা আপনাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

এটা হতে পারে যেকোনো কিছু—
একটি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, যা পুরো ইন্ডাস্ট্রিকে অচল করে দেয়,
আপনার চাকরি চলে যাওয়া,
অথবা আপনি যদি উদ্যোক্তা হন, তাহলে নিজের কোম্পানির বন্ধ হয়ে যাওয়া।

“এমন কোনো পেশাগত ভূমিকম্প নেই,
যা দুইটি নির্দিষ্ট বালতি একেবারে খালি করে ফেলতে পারে।
এই ধাক্কা হয়তো আপনার নেটওয়ার্ক কেড়ে নিতে পারে,
আপনার সম্পদ হারিয়ে যেতে পারে,
এমনকি আপনার সম্মান ও ভাবমূর্তিতেও আঘাত হানতে পারে।
কিন্তু এটি কখনোই আপনার জ্ঞান মুছে ফেলতে পারে না।
আর কখনোই আপনার শেখা দক্ষতাগুলোকে আবার অশিখিত করে দিতে পারে না।”

এই প্রথম দুটি বালতি—জ্ঞান এবং দক্ষতা—
তাই আপনার স্থিতিশীলতা,
আপনার ভিত,
আর আপনার ভবিষ্যতের সবচেয়ে স্পষ্ট পূর্বাভাস।

সূত্র : আপনার পাঁচটি বালতিকে সঠিক ক্রমে পূর্ণ করুন।

জ্ঞান যখন কাজে লাগে, তখনই তা দক্ষতায় রূপ নেয়।
আর আপনি যত বেশি জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন,
যত বেশি তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবেন—
তত বেশি মান তৈরি হবে, আপনার ব্যক্তিত্বে, আপনার কাজের মধ্যে, আর এই পৃথিবীতে।

এই তৈরি করা মূল্যই একসময় ফিরে আসে—
নতুন নতুন সংযোগে, সম্পদের প্রবাহে এবং একটি দৃঢ় ও সম্মানিত পরিচয়ে।
তাই ভুলে যাবেন না—আপনার পাঁচটি বালতি পূর্ণ করুন, তবে অবশ্যই সঠিক ক্রমে।

“ যারা শুধু সোনা জমিয়ে রাখে,
তাদের ধন থাকে এক মুহূর্তের জন্য।
আর যারা জ্ঞান ও দক্ষতা জমায়,
তাদের ধন থাকে আজীবনের জন্য।
সত্যিকারের সমৃদ্ধি মানে হলো–
আপনি কী জানেন,
আর আপনি কী করতে পারেন। ”